চেন্নাইন ম্যাচের প্রস্তুতিতে দিমি, কামিংস, ম্যাকলারেন এবং আলবার্তো। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

‘সাহসী ফুটবল’ চাইছেন লোবেরা

সায়ন গুপ্ত

অনুশীলনে তখন মজার খেলায় মেতে জেমি ম্যাকলারেন, রবসন রবিনহোরা। সেইসময় দলের সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে ফুটবলারদের মজা, খুনসুঁটির মুহূর্তগুলোতে মোহনবাগান শিবিরের ফিলগুড পরিবেশ ফুটে উঠছিল। এসবের মাঝে তিনি কিছুটা দূরে একাকী দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখ। শিবিরের মেজাজের সঙ্গে বাগান কোচ সার্জিও লোবেরাকে যেন মেলানো যাচ্ছে না। নিজেদের বা বিপক্ষের কোনও বিষয় কি তাঁকে ভাবাচ্ছে? নাকি ম্যাচের আগে ফোকাস ধরে রাখার এটাই তাঁর রুটিন?

পরিস্থিতির বিচারে সোম–সন্ধ্যায় চেন্নাইন এফসির বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কিছুটা এগিয়েই নামছে সবুজ–মেরুন ব্রিগেড। শেষ ম্যাচে যেখানে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২–০ হারিয়েছে লোবেরার দল, সেখানে মুম্বই সিটির কাছে ০–১ হেরে এই ম্যাচে নামছে চেন্নাইন। সত্যিই যদি কোনও বিষয়ে স্প্যানিশ প্রশিক্ষক চিন্তিত থাকেন, তা হল শেষ ম্যাচের গোলসংখ্যা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কেরল ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে লোবেরা বলেন, ‘আমাদের গোল করার জন্য আরও মরিয়া হতে হবে। গত ম্যাচের কথাই ভাবুন। যা সুযোগ পেয়েছিলাম, তাতে ৬০–৭০ মিনিটের মধ্যেই একাধিক গোল করে জয় নিশ্চিত করে ফেলা উচিত ছিল। সেটা না হওয়ায় শেষদিকে কেরল আমাদের চাপে ফেলে। তাই শুধু জেতাই নয়, বড় ব্যবধানে জেতার মানসিকতা ফুটবলারদের মধ্যে তৈরি হওয়া জরুরি। আমাদের আরও সাহসী ফুটবল খেলতে হবে।’

প্রীতম কোটালের আত্মঘাতী গোলের মাশুল দিতে হলেও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ফুটবল খেলেছিল চেন্নাইন। ওই গোলটি বাদ দিলে তাদের রক্ষণে তেমন ফাঁকফোকড় তৈরি হয়নি। বল পজেশন সিংহভাগ তাদেরই দখলে ছিল। শেষমুহূর্তে মহম্মদ আলি বেমামের, আলবার্তো নগুয়েরাদের মতে অভিজ্ঞ বিদেশিদের সই করানোর পাশাপাশি মন্দার রাও দেশাই, ইরফান ইয়াদওয়াদ, ইমরান খানের মতো ভারতীয় ফুটবলে পরিচিত মুখেরাও আছে। প্রতিপক্ষকে নিয়ে লোবেরার বিশ্লেষণ, ‘ওদের দল দেখলেই বোঝা যায়, দলে অভিজ্ঞতার অভাব নেই। ওরা নিজেদের অর্ধে আমাদের স্বাধীনভাবে খেলতে দেবে না। আমাদেরই জায়গা তৈরি করতে হবে। ছোট জায়গায় দ্রুত পাস খেলে গোলমুখ খুলতে হবে।’ কেরলের বিরুদ্ধে ক্লিনশিট থাকলেও অধিনায়ক শুভাশিস বসু দাগ কাটতে ব্যর্থ। তাই দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আমে রানাওয়াড়েকে নামাতে বাধ্য হয়েছিলেন লোবেরা। এই ম্যাচে আমে শুরু থেকে খেললে অবাক হওয়ার থাকবে না। এছাড়া প্রথম একাদশে বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

চেন্নাইনের কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা ২০২৩–২৪ মরশুমে মোহনবাগানে সহকারী প্রশিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন। তাই সবুজ–মেরুন ব্রিগেডের অনেক ফুটবলারের দক্ষতা ভালভাবে জানেন। যদিও অতীত অভিজ্ঞতা এই ম্যাচে খুব বেশি কাজে লাগবে না বলে মনে করছেন ক্লিফোর্ড। তাঁর কথায়, ‘যখন মোহনবাগানে সহকারী কোচ ছিলাম, সেই সময়ের দলটা যেভাবে খেলত, গত কয়েকবছরে তার আমূল বদল ঘটেছে। লোবেরার কোচিংয়ে ওরা আরও মসৃণ ফুটবল খেলছে।’

আজ আইএসএলে

মোহনবাগান : চেন্নাইন

(যুবভারতী)

সন্ধে ৭–৩০

সোনি স্পোর্টস। ফ্যানকোড

আক্ষেপ মিটল অস্কারের

আজকালের প্রতিবেদন

ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে প্রথম দু’ম্যাচেই জোড়া গোল। ইউসেফ ইজেজারি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের নতুন নায়ক। শুরুটা করেছেন দারুণভাবে। হেড হোক বা শট— নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ইস্টবেঙ্গলকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। ইউসেফের ইস্টবেঙ্গলে আসার নেপথ্যে কোচ অস্কার ব্রুজোনের অনেকটাই অবদান রয়েছে। হামিদ আহদাদ এবং হিরোশি ইবুসুকির জায়গায় ইস্টবেঙ্গল তখন নতুন বিদেশি স্ট্রাইকার খুঁজছে। যে স্ট্রাইকার ম্যাচে ফারাক গড়তে পারবেন। আর তখনই অস্কার কথা বলা শুরু করেন এই স্প্যানিশ–মরোক্কানের বিষয়ে।

কীভাবে তাঁকে চিনলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ? সূত্রের খবর, ইউসেফের খেলা প্রায় ৬–৭ বছর ধরে নিয়মিত দেখছেন অস্কার। তিনি তখন বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের কোচ। ভীষণভাবে চেয়েছিলেন ইউসেফকে সই করাতে। তিনি তখন ইন্দোনেশিয়া লিগে সেই মুহূর্তে সর্বোচ্চ গোলদাতা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ক্লাব ছাড়তে চায়নি। অবশেষে বসুন্ধরা কিংসের সেই আক্ষেপ ইস্টবেঙ্গলে এসে মেটালেন অস্কার। নিজের দলে নিয়ে এলেন ইউসেফকে। এই স্ট্রাইকার কোনও বড় ইওরোপিয়ান প্রতিযোগিতা অথবা আন্তর্জাতিক স্তরে ফুটবল খেলেননি। কিন্তু এশিয়ার এমন কিছু লিগে নিয়মিতভাবে পারফরমেন্স করেছেন, যা হয়তো খুব জনপ্রিয় নয়। কিন্তু সেগুলো বেশ প্রতিযোগিতামূলক। তাই তাঁকে দলে আনার সিদ্ধান্ত নিতে দু’বার ভাবেননি অস্কার। স্প্যানিশ কোচ ভালই জানতেন, ইউসেফ কার্যকরী ফুটবল খেলতে পারবেন। যেটা তিনি খেলে এসেছেন ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুরের লিগে। কলকাতায় আসার পর অস্কারের সঙ্গে তাই বোঝাপড়া তৈরি হতে সময় লাগেনি এই বিদেশি স্ট্রাইকারের। ইউসেফ দ্রুত বুঝে ফেলেছেন, অস্কার তাঁর থেকে ঠিক কী চাইছেন। ইউসেফ যদি নিজের পারফরমেন্স বজায় রাখতে পারেন, তাহলে তিনি যে দ্রুত ইস্টবেঙ্গলকে নিজেদের স্বপ্নপূরণের দিকে এগিয়ে দিতে পারবেন, তা বলাই বাহুল্য।

অন্যদিকে, শেষ মুহূর্তে রেজিস্ট্রেশন হওয়ার জন্য এসসি দিল্লির বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারেননি অ্যান্টন সয়বার্গ। তাঁর সেই সমস্যা মিটেছে। পরের ম্যাচ থেকে তাঁকে দলে পেতে অসুবিধা হবে না অস্কারের।

সুনীলদের ড্র, জয়ী মুম্বই

আজকালের প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে আটকে গেল বেঙ্গালুরু এফসি। রবিবার কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে এগিয়ে গিয়েও নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ১–১ ড্র করলেন সুনীল ছেত্রিরা। ১৯ মিনিটে ব্রায়ান স্যাঞ্চেজের গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। ৬৮ মিনিটে নর্থইস্টের হয়ে অনবদ্য গোল করে সমতা ফেরান লালরিনজুয়ালা লালবিয়াকনিয়া। এদিন, অন্য ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ১–০ ব্যবধানে হারাল মুম্বই সিটি এফসি। কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ম্যাচের একমাত্র গোলটি লালিনজুয়ালা ছাংতের করা।

ক্লাবগুলির থেকে ৩০ লক্ষ চাইল ফেডারেশন

আজকালের প্রতিবেদন

আইএসএল শুরু হয়ে গেছে বেশ কয়েকদিন হল। কিন্তু এখনও ক্লাবগুলির তরফ থেকে প্রতিযোগিতার ‘অপারেশনাল কস্ট’ বাবদ ১ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়নি ফেডারেশনকে। দিন কয়েক আগে সেই টাকার প্রথম কিস্তি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বৈঠক চেয়ে ফেডারেশন ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়েছিল। দু’পক্ষের আলোচনার পরেও পুরোপুরিভাবে যে সমস্যা কেটেছে, তা নয়। শেষ পর্যন্ত ফেডারেশন নিজেদের অবস্থান থেকে কিছুটা পিছিয়েছে। আপাততভাবে আইএসএলের ‘অপারেশনাল কস্ট’ হিসাবে প্রতিটা ক্লাবের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ‘ইনভয়েস’ পাঠানো হয়েছে ফেডারেশনের তরফ থেকে। তবে সেই অর্থও ক্লাবগুলি দেবে কি না, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু এই অর্থ যদি শেষ পর্যন্ত ফেডারেশন না পায়, তাহলে গোটা প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা আর সম্ভব কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত ক্লাবগুলি ফেডারেশনের এই প্রস্তাবে রাজি হলেও হতে পারে।

যূকো বৈংক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা জোনাল অফিস
৫, এলএলআর সরণি, কলকাতা–৭০০০২০। ফোন: ০৩৩–৪৮০৯ ০৮৭৮ / ৪৮০৯ ০৮৭৯
ই–মেল: zocalcutta.rec@ucobank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

ই–নিলামের তারিখ: ২৬.০৩.২০২৬
ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি (বায়না জমা) দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিলামের ১ দিন আগে

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর অধীনে ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।
যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক আমাদের শাখায় থাকা লোন অ্যাকাউন্টগুলিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘রিকোর্স ছাড়া’** ভিত্তিতে বিক্রির অধিকার সমেত দখল নিয়েছেন। এই বিক্রি **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সম্পত্তির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য সংরক্ষণ মূল্য নির্ধারণ:
আমাদের ব্যাঙ্কে দায়বদ্ধ নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির সাম্প্রতিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (১ বছরের বেশি পুরনো নয়) ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট শাখার সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে সারফায়েসি ক্রিয়ার অধীনে বিক্রয় প্রক্রিয়া চালুর জন্য **২৬.০৩.২০২৬** তারিখে প্রস্তাবিত নিলাম বিক্রিতে তাদের সিইসিপি–তে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির তরফে উল্লেখমতো সম্পত্তিগুলির সংরক্ষণ মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।

ক্রম নং	ক) ঋণ মঞ্জুরকারী শাখার নাম এবং ফোন নম্বর খ) অনুমোদিত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর	ক) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) জামিনদার/ প্রোপ্রাইটরের নাম ও ঠিকানা	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অনাদায়ী বকেয়া	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) ই–নিলামের তারিখ ও সময়	মন্তব্য
১.	যোধপুর পার্ক শাখা স্থিতি প্রজ্ঞান পরিদা ৭০০৮৩৫১৪৬০ শাখা প্রধান ৭৮৩৫৮৩১৫৬২	ক) আবেদনকারী: সঞ্জিত দাস খ) সহ–আবেদনকারী: চম্পা দাস	ক) ০৮.১০.২০২৫ খ) ০৬.১২.২০২৫ গ) ₹৬৬,৪০,৬২২.৪২	সামান্য কমবেশি ৪৯.৪৪৬ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পারুই (জে এল নং ০৩) এবং চক জোতশিবরামপুর (জে এল নং ২৫), থানা– মহেশতলা, জেলা– ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)। উপরিলিখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক পরিবর্তনীয় অংশ পরিমাণ এবং এর উপরিস্থিত প্রেমিসেসের যৌথ অংশ, বিভাগ, এলাকা, সুযোগ–সুবিধা ইত্যাদি ধরে উক্ত জমিতে নির্মিত ‘গ্রিন ফিল্ড সিটি’ কমপ্লেক্স নামে পরিচিত আবাসন প্রকল্পে ‘এলিট (হাই)’ অংশে ‘বি’ টাইপের ২৫ নং ব্লকে ৯ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৮২০ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১০৬৫ বর্গফুট) বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ৯এফ, তৎসহ ১ (একটি) ওপেন কার স্পেস ব্যবহারের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ ফ্ল্যাটের মালিক শ্রী সঞ্জিত দাসের প্রতি বরাদ্দ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক পরিবর্তনশীল অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– ব্লক-২৪; **দক্ষিণ**– ব্লক নং ২৬; **পূর্ব**– ব্লক নং ২১; **পশ্চিম**– ক্লাব হাউস।	ক) ₹৪৮,৩৬,০০০.০০ খ) ₹৪,৮৩,৬০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
২.	সোনারপুর শাখা ব্রজেশ কুমার ৭৯৭৯৭১১৪৮০ শাখা প্রধান ৯৫৮৩১৩৩৪৫	ক) আবেদনকারী: ১. রূপকথা মেডিক্যাল হল প্রোপ্রাইটর: মিসেস অন্তরা সাধু মণ্ডল খ) জামিনদার: ১. মিঃ রাজু মণ্ডল	ক) ১১.০৬.২০২৫ খ) ২৯.০৮.২০২৫ গ) ₹১৫,৯৯,৭৮৮.৯৫	উপরিনির্মিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৪০ বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কামরাবাদ, জে এল নং ৪১, আর এস দাগ নং ৪৪৬৩, আর এস খতিয়ান নং ১৬৫৬, এল আর খতিয়ান নং ১৯৮৪৫, এল আর দাগ নং ৪৪৬৪, পোঃঅঃ এবং থানা– সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ০৮ (বর্তমানে ওয়ার্ড নং ০৯), হোল্ডিং নং ১৬২৮, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২০, পৃষ্ঠা নং ১৪৪৪ থেকে ১৪৫৫–তে নথিভুক্ত ২০০৯ সালের দলিল নং ০৬৯৩৩ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা রাজু মণ্ডল, পিতা– গঙ্গাধর মণ্ডল–এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– অন্যের একতলা বাড়ি–সহ জমি; **দক্ষিণ**– পুরসভার ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্ব**– স্বপন দত্তের সম্পত্তি; **পশ্চিম**– রুনু দত্তের সম্পত্তি।	ক) ₹১৬,৭৭,০০০.০০ খ) ₹১,৬৭,৭০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
৩.	বারুইপুর শাখা অভয় কুমার ৯৯০৩৩৯৫৯৬৯ শাখা প্রধান ৬৩৫৪৬০৩৩৫০	ক) আবেদনকারী: ব্রজেন ব্যানার্জি খ) সহ–আবেদনকারী: প্রতিমা ব্যানার্জ	ক) ১৮.০৬.২০২৫ খ) ০৬.০৯.২০২৫ গ) ₹৯,৪৭,৮৭২.৭৮	উপরিনির্মিত আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৯ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বৈকুণ্ঠপুর, দাগ নং ৪৫৫, এল আর খতিয়ান নং ৫১০, জে এল নং ৩৬, হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, গ্রাম– বৈকুণ্ঠপুর, পোঃঅঃ– দক্ষিণ গোবিন্দপুর, থানা– বারুইপুর, এডিএসআরও– বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৩১৮৪ থেকে ৩১৯২–তে নথিভুক্ত ২০০৯ সালের দলিল নং ০২১২৫ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা শ্রী ব্রজেন ব্যানার্জি, পিতা– প্রয়াত সুধীর চন্দ্র ব্যানার্জি–র নামে, গ্রাম– বৈকুণ্ঠপুর (মহাকাল মন্দিরের নিকটে), পোঃঅঃ– দক্ষিণ গোবিন্দপুর, থানা– বারুইপুর, কলকাতা– ৭০০১৪৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– শ্রী কমলকৃষ্ণ দাসের বাগান জমি; **দক্ষিণ**– ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ, শ্রী পঞ্চানন ব্যানার্জির বাড়ি এবং শ্রীমতী লক্ষ্মীরানি ব্যানার্জির বাড়ি; **পূর্ব**– শ্রী বিমল ব্যানার্জির ফাঁকা জমি ও সম্পত্তি; **পশ্চিম**– টালি আচ্ছাদিত বাড়ি এবং ফাঁকা জমি।	ক) ₹৩৫,৮৩,০০০.০০ খ) ₹৩,৫৮,৩০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
৪.	সার্কাস অ্যাভিনিউ শাখা করোড়ি মল মীনা ৭৭৯২০২২২৭৭ শাখা প্রধান ৬২০১০৫৮৯১৫	ক) আবেদনকারী: ১. শপার’স ম্যাজিক প্রোপ্রাইটর: মিঃ চন্দ্র সেন জামিনদার: ১. মিঃ সুব্রত গুহ ঠাকুরতা	ক) ১৯.০৫.২০২৫ খ) ২৯.০৭.২০২৫ গ) ₹৯,৯৯,১৫৭.৫৮	সামান্য কমবেশি ১৪ কাঠা ০৪ ছটাক ৪৩ বর্গফুট জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অবিভাজ্য অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২সি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ২১৫, ২২১, ২২২ ও ২২৩, ডিভিশন ৫, সাব ডিভিশন ‘এ’, ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫০, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা– ৭০০০১৯, থানা– কড়েয়া, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– শিয়ালদা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তির মালিক শ্রী সুব্রত গুহ ঠাকুরতা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– সাধারণ চলাচলের পথ এবং প্রেমিসেস নং ৪৬, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা; **দক্ষিণ**– অংশত সাধারণ চলাচলের পথ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৫৪, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা; **পূর্ব**– প্রেমিসেস নং ৫০, কড়েয়া রোড; **পশ্চিম**– লোয়ার রেঞ্জ।	ক) ₹৫২,৯৬,০০০.০০ খ) ₹৫,২৯,৬০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
৫.	সার্কাস অ্যাভিনিউ শাখা করোড়ি মল মীনা ৭৭৯২০২২২৭৭ শাখা প্রধান ৬২০১০৫৮৯১৫	ক) আবেদনকারী: মিঃ ফিরোজ আলম খ) সহ–আবেদনকারী: ১. মিসেস সানা শেখ	ক) ১৯.০৫.২০২৫ খ) ২৯.০৭.২০২৫ গ) ₹৩৭,৫৮,৮২৯.০০	উপরিস্থিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং সমেত সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা ১৫ ছটাক জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং যাবতীয় যৌথ ও আনুষঙ্গিক সুযোগ–সুবিধা, যৌথ এলাকা এবং যাবতীয় এজমালি অধিকার ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত এই বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে পশ্চিম অংশ পিছন ভাগে সামান্য কমবেশি ৬৭১ বর্গফুট মাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৫৩, দেব লেন, পোঃঅঃ ও থানা– এন্টালি, কলকাতা– ৭০০০১৪, ওয়ার্ড নং ৫৫, বরো নং ৬, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রারের অফিস– শিয়ালদা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তির মালিক শ্রী ফিরোজ আলম। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– প্রেমিসেস নং ৫৫, দেব লেন; **দক্ষিণ**– জমি এবং প্রেমিসেস নং ৫১, দেব লেন; **পূর্ব**– দেব লেন, যা আসলে পুরসভার গলি; **পশ্চিম**– প্রয়াত কেদার মুখার্জির বাড়ি।	ক) ₹৪৩,৩৪,০০০.০০ খ) ₹৪,৩৩,৪০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
৬.	ভবানীপুর শাখা ব্রজেশ কুমার ৭৯৭৯১১৪৮৯ শাখা প্রধান ৮৭৭৭০৮৫৭৭০	ক) আবেদনকারী: মিঃ রঞ্জিত কুমার তিওয়ারি খ) সহ–আবেদনকারী: মিসেস কান্তি দেবী	ক) ০৮.০৮.২০২৫ খ) ১০.১১.২০২৫ গ) ₹৩০,০৮,০৪৯.১৯	সামান্য কমবেশি ০২ কাঠা ০৮ ছটাক ০০ বর্গফুট বা ০.০৪২ একর জমি, তৎসহ প্রায় ১৬ বছরের পুরনো ৪১৬ বর্গফুটের গ্রাউন্ড ফ্লোর নির্মাণের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৩৫২, আর এস খতিয়ান নং ৬০৭, এল আর প্লট নং ১৫৬৭, এল আর খতিয়ান নং ৬৭৫৬, মৌজা– বড় বহেরা, জে এল নং ৫, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, জমির ধরন বাস্তু–ভিটা, থানা– উত্তরপাড়া, ডিএসআর অফিস– হুগলি, এডিএসআর অফিস– উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– এল আর প্লট নং ১৫৬৮; **দক্ষিণ**– সিমেন্ট বাঁধানো ০৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ এবং আর এস প্লট নং ৩৫২; **পূর্ব**– শ্রী ডি মিত্র ও অন্যদের প্লট; **পশ্চিম**– শ্রীমতী প্রতিমা গাঙ্গুলি ও অন্যদের প্লট।	ক) ₹৩২,৪৫,০০০.০০ খ) ₹৩,২৪,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
৭.	টালিগঞ্জ শাখা ব্রজেশ কুমার ৭৯৭৯৭১১৪৮৯ শাখা প্রধান ৯৬৪১৮২২৩০৪	ক) আবেদনকারী: মিঃ অমিতাভ ব্যানার্জি খ) জামিনদার: মিসেস পূর্ণিমা ব্যানার্জি	ক) ১৯.০৭.২০২৪ খ) ০২.১১.২০২৪ গ) ₹৩,৯৭,০২৯.৯৮	সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৮ ছটাক মাপের বাস্তু জমি, তৎসহ ইটের তৈরি ৬১৫ বর্গফুটের বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– হরিদেবপুর, জে এল নং ২৫, আর এস নং ৩৫, পরগনা– খাসপুর, তৌজি নং ২৩৮, সি এস খতিয়ান নং ৬৩৯, আর এস খতিয়ান নং ১৪৭০, দাগ নং ৩৬, থানা– ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর থানা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত (এসএস ইউনিট), মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ১১৫, স্বত্বদলিল নং ১৮৩৯, প্রেমিসেস নং ৬১/বি, পুটিয়ারি পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা– ৭০০০৪১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– অচিন্ত্য গুপ্তের জমি, দাগ নং ৩৬–এর অংশ; **দক্ষিণ**– সোমেশ চ্যাটার্জির জমি, দাগ নং ৩৬–এর অংশ; **পূর্ব**– অপূর্ব বসুর জমি, দাগ নং ৩৭–এর অংশ; **পশ্চিম**– ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ।	ক) ₹২২,৩৭,০০০.০০ খ) ₹২,২৩,৭০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
৮.	বালিগঞ্জ শাখা ইসমত জাহান ৮৮৪০৩১৩৮১৫ শাখা প্রধান ৭০০৩৬৫৯১৩৬	ক) আবেদনকারী: বিজনেস এক্স খ) প্রোপ্রাইটর: নিবেদিতা সেন গ) জামিনদার: মিসেস রোশনি সেন	ক) ০৮.১০.২০২৫ খ) ১৬.১২.২০২৫ গ) ₹১,৫০,১৭,০৭২.৯২	সামান্য কমবেশি ১৩৭৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট [যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ৩ (তিনটি) বেডরুম, ১ (একটি) কিচেন, ১ (একটি) ডাইনিং, ১ (একটি) ড্রয়িং, ২ (দুটি) টয়লেট ও ১ (একটি) ব্যালকনি], তৎসহ বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ–পূর্ব ভাগে ১টি আচ্ছাদিত গাড়ি রাখার জায়গা, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসের যৌথ সুযোগ–সুবিধা ও যৌথ এলাকা ভোগদখলের সমানাধিকারের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, ফ্ল্যাট নং ১বি, ফার্স্ট ফ্লোর, বিল্ডিংয়ের পূর্ব–দক্ষিণ–পশ্চিম ভাগে, প্রেমিসেস নং ৮২/৯সি, বালিগঞ্জ প্লেস, থানা– গড়িয়াহাট, কলকাতা–৭০০০১৯, ওয়ার্ড নং ৬৮, বরো নং ৮, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অ্যাসেসি নং ১১–০৬৮–০৪–০৬১০–৮, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রারের অফিস–আলিপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পর্কিত দলিল মোতাবেক বিক্রেতা থেকে ক্রেতার অনুকূলে অর্পিত যাবতীয় এজমালি অধিকার, প্রেমিসেসে যাতায়াতের অধিকার, ফ্ল্যাটের মালিক শ্রীমতী নিবেদিতা সেন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– প্রেমিসেস নং ৮২/৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস; **দক্ষিণ**– ২০ ফুট ০ ইঞ্চি চওড়া কেএমসি রাস্তা; **পূর্ব**– অংশত প্রেমিসেস নং ৮২/৯ডি, বালিগঞ্জ প্লেস এবং অংশত ২০ ফুট ০ ইঞ্চি চওড়া কেএমসি রাস্তা; **পশ্চিম**– প্রেমিসেস নং ৮২/৯এ, বালিগঞ্জ প্লেস।	ক) ₹১,৩৯,৫০,০০০.০০ খ) ₹১৩,৯৫,০০০.০০ গ) ₹১,০০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
৯.	অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা, কলকাতা অরুণ কুমার পাত্র ৭৮৯৪৯৪২০২৪	ক) আবেদনকারী: মেসার্স নিউ রায়কো খ) প্রোপ্রাইটর: মিসেস সুরভি রায় গ) জামিনদার: মিঃ তারক রায়	ক) ০৬.০৯.২০২৪ খ) ২১.১১.২০২৪ গ) ₹২,০৫,৫১,৭০৫.৪৮	সামান্য কমবেশি ১ বিঘা ২ কাঠা জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং উপরিস্থিত প্রেমিসেসের যৌথ এলাকা ও যৌথ সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত এই জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২জি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সোদপুর, জে এল নং ১০, আর এস নং ৩২, তৌজি নং ১৫৫, সি এস খতিয়ান নং ৬৪৭/১, আর এস খতিয়ান নং ২৬৫৬, সি এস এবং আর এস দাগ নং ১১০৩, থানা– খড়দহ মধ্যে, এডিএসআরও– ব্যারাকপুর, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬, ওয়ার্ড নং ১২ (পুরনো), ওয়ার্ড নং ১৩ (নতুন), জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১১০। সম্পত্তিটি শ্রী তারক রায়ের নামে।	ক) ₹১৪,৮০,০০০.০০ খ) ₹১,৪৮,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	বাস্তবিক
১০.	বালিগঞ্জ সার্কুলার শাখা জয়প্রকাশ ঝাঝারিয়া ৯২৩০৫০০৭০৩ শাখা প্রধান ৮০৫১২৮৪৯৮৯	ক) ঋণগ্রহীতা: মধু দেবী জয়সোয়াল খ) সহ–ঋণগ্রহীতা: ১. তারা দেবী জয়সোয়াল ২. শৈল দেবী জয়সোয়াল হস্তান্তরগ্রহীতা: দীনেশ চাঁদ জয়সোয়াল	ক) ২৩.০৪.২০২৫ খ) ১০.০৭.২০২৫ গ) ₹৪,৩৪,২০৬.৭২	বিল্ডিংয়ের মেজানিন ফ্লোর সমেত গ্রাউন্ড ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১৪০ বর্গফুট কার্পেট ফ্লোর এরিয়া বিশিষ্ট একটি দোকানঘরের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যারস স্থিতি ও বিবরণ: ১৮এ, পার্ক স্ট্রিট, ‘স্টিফেন কোর্ট’, থানা– শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা– ৭০০০৭১, দলিল নং I–৫৬২৩/২০০৫, বই নং I, ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ২৩। ঠিকানা: ১৮এ, পার্ক স্ট্রিট, স্টিফেন কোর্ট, থানা– শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা– ৭০০০৭১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– টাইমস ফার্নিশিং (শপ নং ১৮এল); **দক্ষিণ**– প্রেমিসেস নং ১৮এ–এর চলাচলের পথ, পার্ক স্ট্রিট; **পূর্ব**– মিডলটন রো; **পশ্চিম**– টাইমস ফার্নিশিং (শপ নং ১৮এল)।	ক) ₹৪৪,১৭,০০০.০০ খ) ₹৪,৪১,৭০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী
১১.	সদানন্দ রোড শাখা সেবন্তিকা ৮২৪০৮৪৫০৯১ শাখা প্রধান ৮৪৫৫০১৯৮৯৩	ক) আবেদনকারী: মিঃ অরূপ কুণ্ডু খ) সহ–আবেদনকারী: রূপসা কুণ্ডু	ক) ০৪.০১.২০২৫ খ) ০৬.০৬.২০২৫ গ) ₹১৮,৪১,৪০১.৩৬	সামান্য কমবেশি ৮২৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং বি২, ফ্লোর নং ২, প্রেমিসেস নং ১৮৮৪, বিদ্যাসাগর সরণি, জেমস লং সরণি এলাকা, পোঃঅঃ ও থানা– ঠাকুরপুকুর, বেহালা, ওয়ার্ড নং ১২৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ, কেএমসি অ্যাসেসি নং ৪১–১২৪–০৮–২৬৫২–৯, মৌজা– পূর্ব বড়িশা, জে এল নং ২৩, আর এস নং ৪৩, এল আর দাগ নং ১৬৮৬, এল আর খতিয়ান নং ৩০৮৫, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেট তৌজি নং ১–৬, ৮–১০, ১২–১৬, পোঃঅঃ ও থানা– ঠাকুরপুকুর, বরো নং ১৩, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডিএসআর অফিস– বেহালা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমীপে বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা নং ১২৩০ থেকে ১২৭৩–তে নথিভুক্ত ২০১৫ সালের রেজিস্টার্ড বন্ধকি দলিল নং ০৩৩০৬ অনুযায়ী সম্পত্তিটি শ্রী অরূপ কুণ্ডু, পিতা– শ্রী অরুণ কুমার কুণ্ডু এবং শ্রীমতী রূপসা কুণ্ডু, স্বামী– অরূপ কুণ্ডু–র নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– বিবেকানন্দ সরণি; **দক্ষিণ**– প্রেমিসেস নং ১৩৭৫/সি, জেমস লং সরণি, কলকাতা–৬৩; **পূর্ব**– জেমস লং সরণি; **পশ্চিম**– সন্তোষ মণ্ডলের বাড়ি।	ক) ₹২৪,৩২,০০০.০০ খ) ₹২,৪৩,২০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) ২৬.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা	প্রতীকী

শর্ত ও নিয়মাবলি:

১. **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে ‘অনলাইন ই–নিলাম’ উপায়ে এই নিলাম বিক্রি আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডার/ ক্রেতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপলোডের জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (দুটি কাজের দিন লাগতে পারে) আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগেই তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে এনইএফটি–র (**https://baanknet.com** থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর) মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে। এনইএফটি ট্রান্সফার যে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যেতে পারে। চেক–এর মতো অন্য কোনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দিলে তা গৃহীত হবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম (**https://baanknet.com**) দেবে ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ। ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডার/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শনের সুবিধা দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **https://baanknet.com**।
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি BAANKNET পোর্টাল (**https://baanknet.com**) থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৮. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরের টেবিলে উল্লেখমতো সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য **১১ (এগারো)** মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর ওপরই বর্তাবে এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে। ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com**–তে দেওয়া আছে।
১০. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১১. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১২. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **‘UCO Bank’–এর অনুকূলে ‘KOLKATA ZONAL OFFICE’**–তে প্রদেয়মতে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৩. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৪. আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আইন মোতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মতো কনভেয়ান্স চার্জ/ফি সফল ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১৫. ই–নিলাম হতে চলা সম্পত্তিগুলির ওপর সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের চার্জ, লিয়েন, দায় বা এই ব্যাঙ্কের অজানা অন্য কোনও প্রকার বকেয়ার জন্য এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দায়বদ্ধ থাকবেন না। আগ্রহী বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলির ওপর বিধিবদ্ধ বকেয়া, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি দায় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে জেনে নেন।
১৬. প্রশাসনিক কোনও আপাতকালীন পরিস্থিতিতে ই–নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে রেজিস্টার করানো মোবাইল নম্বর কিংবা ই–মেল আইডি–তে সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা যথাক্রমে এসএমএস কিংবা ই–মেলের মাধ্যমে দরকারি তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
১৭. কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রি স্থগিত রাখা/পিছিয়ে দেওয়া/মুলতুবি রাখা/বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি উপরিলিখিত সম্পত্তি(গুলি) বিক্রিতে এই ব্যাঙ্কের তরফে কোনও প্রকার প্রতিনিধিত্ব বা দায়বদ্ধতা দর্শায় না বা দর্শায় বলেও ধরে নেওয়া যাবে না।
১৮. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। ওপরে প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
১৯. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২০. সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী বিডাররা ওপরে লেখা মোবাইল নম্বরে ইউকো ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে **২৫.০৩.২০২৬** এর আগে যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে যোগাযোগ করতে পারেন।
২১. ওপরে লেখা তারিখে উপরিলিখিত ঋণ সম্পর্কিত ও এই বিক্রি আয়োজনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের প্রতি এটি একটি ৩০ দিনের স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তি।
২২. ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি/ পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘রিকোর্স ছাড়া’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। এই নিলাম বিক্রি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরিলিখিত সম্পত্তিগুলি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেরাই স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিঃসন্দেহ হয়ে নেবেন এবং নিলামের আগে বা পরে কোনও বকেয়া প্রদানের জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. ওপরের তফসিলে সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তিতে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক এবং/বা এই ব্যাঙ্ক কোনও প্রকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।

তারিখ: **১৯.০২.২০২৬**; স্থান: **কলকাতা**

স্বাঃ– **অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক**